بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৭ কার্তিক ১৪৩৩
২৩ অক্টোবর ২০২৬

বাণী

'কোকো ১৮তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা-২০২৬' উপলক্ষে প্রতিযোগিতার আয়োজক, অংশগ্রহণকারী ক্রীড়াবিদ, প্রশিক্ষক, সংগঠক, ক্রীড়ামোদী দর্শকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। এ উপলক্ষে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার কনিষ্ঠ পুত্র ও দেশের স্বনামধন্য ক্রীড়া সংগঠক আরাফাত রহমান কোকোর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

খেলাধুলা একটি সুস্থ, কর্মক্ষম, আত্মবিশ্বাসী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি গঠনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। নিয়মিত ক্রীড়াচর্চা শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পাশাপাশি অধ্যবসায়, নেতৃত্ব, সহনশীলতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ক্রীড়াসুলভ মানসিকতা গড়ে তোলে। তরুণ প্রজন্মকে ইতিবাচক, সৃজনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং মাদক ও সামাজিক অবক্ষয় থেকে দূরে রাখতে খেলাধুলার গুরুত্ব অপরিসীম। খেলাধুলা তাই কেবলমাত্র বিনোদন নয় বরং জাতীয় অগ্রগতি, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার একটি কার্যকর মাধ্যম।

একটি সুস্থ ও সম্ভাবনাময় প্রজন্ম গড়ে তুলতে সরকার ক্রীড়াঙ্গনের সার্বিক উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। খেলোয়াড়দের জন্য স্পোর্টস কার্ড ও ক্রীড়া ভাতা চালু, জাতীয় শিক্ষাক্রমে খেলাধুলা বাধ্যতামূলক করা, উপজেলা পর্যায়ে স্পোর্টস ভিলেজ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। খেলার মাঠের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তৃণমূল থেকে প্রতিভা অন্বেষণে 'নতুন কুঁড়ি স্পোর্টস' চালুসহ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আমি বিশ্বাস করি, এসব উদ্যোগ দেশের ক্রীড়াক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চার করবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে খেলাধুলায় আরও সম্পৃক্ত করবে।

অ্যাথলেটিকসকে বলা হয় ক্রীড়াজগতের অন্যতম মৌলিক ভিত্তি। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ক্রীড়াক্ষেত্রের সক্ষমতা ও সাফল্য তুলে ধরতে অ্যাথলেটিকসের উন্নয়ন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা, দক্ষ কোচ তৈরি, আধুনিক ক্রীড়াসুবিধা নিশ্চিত করা, বিজ্ঞানভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও প্রতিভাবান অ্যাথলেটদের নিয়মিত পরিচর্যা। আমি আশা করি, এ প্রতিযোগিতা নতুন প্রতিভা অন্বেষণ, ক্রীড়াবিদদের সক্ষমতা যাচাই, প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা গঠন ও খেলার উৎকর্ষ সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। দেশজুড়ে এ ধরণের আয়োজন ও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতার পাশাপাশি নতুন প্রজন্মকে খেলাধুলায় আগ্রহী করে তুলতে আমি সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ক্রীড়া ফেডারেশন, প্রশিক্ষক, সংগঠক ও পৃষ্ঠপোষকদের সমন্বিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানাই।

প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল ক্রীড়াবিদের জন্য রইল আন্তরিক শুভকামনা। আমি আরাফাত রহমান কোকোর রুহের মাগফিরাত কামনা করি এবং তাঁর স্মরণে আয়োজিত 'কোকো ১৮তম জাতীয় সামার অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা-২০২৬'-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর